সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই ২০০৮, ১৬ শ্রাবণ ১৪১৫

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্ক

তথাকথিত এই ছাত্র নেতা-কর্মীদের শাস্তি দিন

এরা নাকি ছাত্র, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী! এরা শিক্ষকদের মেরেছে, অপমান করেছে। এই কি ছাত্র নেতা-কর্মীদের চেহারা? বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নামধারী উচ্ছৃঙ্খল এই নেতা-কর্মীরা এত দুঃসাহস পায় কোথায়? তাদের হলের প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজের ৭০ টুকরো মুরগির মাংস, ২০ কেজি চাল ও দুই কার্টন আইসক্রিম তাদের এক কর্মী প্রথমে সরিয়ে ফেলে। হল প্রশাসন জানতে পেরে সেগুলো উদ্ধার করে। ছিঁচকে চুরির অপরাধে যেখানে তার শাস্তি হওয়ার কথা, সেখানে কিনা তাদের নেতা, ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপসাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপক চন্দ্র দে আরও নয়জন নেতা-কর্মী নিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকে শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয়, গায়ে হাত তোলে। ওই নেতার অভিযোগ, তাকে নাকি নৈশভোজে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সে তো হলেরই ছাত্র, তাকে কেন দাওয়াত দিতে হবে? ছাত্র সংগঠনের স্থানীয় নেতা বলে তার নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী হওয়ার কথা। কিন্তু পরিচয় দিল অভদ্রতার। শিক্ষকদের মারধর করে এরা প্রমাণ করল, নেতা তো দূরের কথা, সাধারণ ছাত্রের যোগ্যতাও তাদের নেই।

কথিত এই ছাত্রনেতার উদ্দেশ্য হয়তো পড়ালেখা নয়, তথাকথিত ছাত্রনেতার পেরাস ধারণ করে তাণ্ডব সৃষ্টিই তার লক্ষ্য। এই অশুভ তৎপরতায় যুক্ত হয়েছে আরও কিছু ছাত্র নামধারী তরুণ। পড়ালেখার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে কোনো ছাত্র তার শিক্ষকদের এভাবে লাঞ্ছিত করতে পারে না। এ ধরনের কিছু দুর্বিনীত 'ছাত্র নেতা-কর্মী' কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর করে যথেচ্ছাচার করে বেড়ায়, নির্বিচারে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। এরা শিক্ষাঙ্গনের কলঙ্ক। এদের প্রতি কোনো পক্ষের কোনো অনুকম্পা থাকা উচিত নয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং এরপর নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে এ দেশের ছাত্রসমাজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি, কীভাবে একশ্রেণীর ছাত্রনেতা টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করে ছাত্রদের সেই ঐতিহ্য কালিমালিপ্ত করেছে। এরা শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দলীয় লেজুড়বৃত্তি চালু করে পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে লিপ্ত হয়। শিক্ষার্থীদের মূল কাজ পড়াশোনাকে বিসর্জন দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নামে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা সৃষ্টি করার অশুভ প্রয়াস চালায়। সাধারণ শিক্ষার্থী ও দায়িত্বশীল শিক্ষকেরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির অসহায় শিকার। এদের উৎপাতে মাঝেমধ্যেই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, বাড়তে থাকে সেশনজটের বোঝা। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের কোর্স শেষ হতে ছয়-সাত বছর পর্যন্ত লাগে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এর অবসান দরকার।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এর সঙ্গে তাদের সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছে। কিন্তু যেহেতু অভিযুক্তরা তাদের দলের নেতা-কর্মী, তাই তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ওই সব ছাত্র নেতা-কর্মী চরম অসদাচরণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে—এটাই প্রত্যাশিত। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের স্বার্থেই কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন।